সাহিত্যিক উপাদান

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদানগুলিকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায় । যথা —সাহিত্যিক উপাদান এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান । প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় সাহিত্যের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । সাহিত্যিক উপাদানগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে । যেমন— (১) দেশীয় সাহিত্য এবং (২) বৈদেশিক বিবরণী ।

(১) দেশীয় সাহিত্য:- প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার উপাদান হিসেবে দেশীয় সাহিত্যের ভান্ডার যথেষ্ট সমৃদ্ধ । ভারতীয় সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই দেশীয় সাহিত্যগুলির মধ্যে বৈদিক যুগের সাহিত্য, মহাকাব্য, পুরাণ, স্মৃতিশাস্ত্র, ষড়দর্শন, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থ, সংস্কৃত সাহিত্য, জীবনচরিত, আঞ্চলিক ইতিহাস গ্রন্থ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ।

বৈদিক সাহিত্য: খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের আগের ভারতীয় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বৈদিক সাহিত্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । ঋক, সম, যজুঃ ও অথর্ব বেদ থেকে আর্যদের সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি নানা বিষয় সম্পর্কে জানা যায় । এ ছাড়া বৈদিক সমাজ, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, অর্থনীতি প্রভৃতি জানতে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, সূত্র সাহিত্য প্রভৃতিও যথেষ্ট সাহায্য করে ।

বৈদিক সাহিত্যের পর রামায়ণ ও মহাভারত এই দুটি মহাকাব্যের কথা বলা যায় । প্রাচীনকালের বিভিন্ন রাজকাহিনী, আর্যদের সঙ্গে অনার্যদের সংঘর্ষের কাহিনী, দক্ষিণ ভারতে আর্য সভ্যতার বিস্তার, সমকালীন সামাজিক অবস্থা প্রভৃতি জানার কাজে মহাকাব্য দুটি প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান হিসাবে খুবই সহায়তা করে থাকে ।

বৈদিক যুগের পরবর্তীকালের বিভিন্ন তথ্যের জন্য পুরাণে সাহিত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এগুলিতে তৎকালীন বিভিন্ন রাজবংশের উত্থান, রাজবংশ তালিকা, রাজার রাজত্বকাল, ভৌগোলিক পরিচিতি প্রভৃতি সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যায় । প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় আদর্শ ও সামাজিক বিধানগুলির ইতিহাস জানতে স্মৃতিশাস্ত্রগুলি বিশেষ ভাবে সহায়তা করে । এছাড়াও সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈষেশিক, পূর্ব-মীমাংসা, উত্তর-মীমাংসা প্রভৃতি থেকে প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন সামাজিক রীতিনীতি, সমাজ সংগঠন, জাতি বিচার, রাষ্ট্রীয় কর্তব্য প্রভৃতি জানা যায় ।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থ: প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান হিসেবে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থের মধ্যে ত্রিপিটক, জাতক, দীপবংশ, মহাবংশ, আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প, ললিতবিস্তার, বুদ্ধচরিত প্রভৃতি যথেষ্ট মূল্যবান গ্রন্থ । জৈন ধর্মগ্রন্থের মধ্যে দ্বাদশ অঙ্গ, জৈন কল্পসূত্র, জৈন ভগবতী সূত্র, আচারাঙ্গ সূত্র, পরিশিষ্ট পার্বণ, প্রবন্ধচিন্তামণি, প্রবন্ধকোষ প্রভৃতি সমকালীন ভারতের সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, অর্থনীতি প্রভৃতি সম্পর্কে জানার উল্লেখযোগ্য উপাদান ।

সংস্কৃত সাহিত্য: প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় ব্যাকরণ, জ্যোতির্বিদ্যা, আইন প্রভৃতি বিষয়ক বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থও বিশেষভাবে সাহায্য করে । এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গার্গীসংহিতা । এটি একটি জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ হলেও সন তারিখের গ্রন্থিমোচনে সাহায্য করে থাকে । ভাসের চারুদত্ত, পাণিনি-র অষ্টাধ্যায়ী বৈদিক যুগের পরবর্তী সময়ের তথ্যাদি জানতে এই গ্রন্থ সাহায্য করে । পতঞ্জলির মহাভাষ্য গ্রিকদের ভারত আক্রমণ সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে ।

বাৎসায়নের কামসূত্র, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলা, রাঘুবংশ এবং মালবিকাগ্নিমিত্র, বিশাখদত্তের দেবীচন্দ্রগুপ্ত, মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান হিসেবে যথেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ।

রাজ-বৃত্তান্ত ও জীবনচরিত: প্রাচীনকালের বিভিন্ন রাজ-বৃত্তান্ত ও জীবনীগ্রন্থ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপাদান । বাণভট্টের হর্ষচরিত, বিলহনের বিক্রমাঙ্কদেবচরিত, সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত, জয়সিংহের কুমারপালচরিত, পদ্মগুপ্তের নবসাহসাঙ্কচরিত, বাকপতিরাজের গৌড়বাহ, চাঁদবরদৈ-এর পৃথ্বীরাজ চরিত প্রভৃতি গ্রন্থ সমকালীন রাজবংশের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই রচনাগুলি পক্ষপাত দোষে দুষ্ট।

আঞ্চলিক ইতিহাস গ্রন্থ : প্রাচীনকালে আঞ্চলিকভাবে লিখিত কিছু ইতিহাস গ্রন্থও পাওয়া যায় । এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — কলহনের রাজতরঙ্গিনী । এই গ্রন্থে কাশ্মীরের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে । সোমেশ্বরের রাসমালা ও কীর্তিকৌমুদী গ্রন্থে গুজরাটের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধচিন্তামণি, নন্দিক কলম্বকম প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতে দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে।

দেশীয় সাহিত্যের উপাদানের ত্রুটি:- সাহিত্যিক উপাদান ইতিহাস গ্রন্থ নয়। তাই এখান থেকে তথ্য সংগ্রহের সময় সাবধানতা অবলম্বন করা উছিত। মহাকাব্য দুটিতে এমন অসংখ্য ঘটনা রয়েছে যেগুলি অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট । পুরাণগুলিতে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন লোককাহিনী ও কিংবদন্তি এমনভাবে মিশে গেছে যে তা থেকে সাবধানে তথ্য সংগ্রহ না করলে অনেক ক্ষেত্রে তথ্য পরিবেশনে ভুল হতে পারে । একইভাবে রাজাদের জীবনীগ্রন্থগুলি অনেক সময় রাজার সভাসদরা লিখতেন বলে তাতে রাজার কৃতিত্ব সম্পর্কে অতিরঞ্জন থাকাটা অস্বাভাবিক কিছুই নয়।

বৈদেশিক বিবরণী: প্রাচীনকালে ধর্ম, বাণিজ্য, ভ্রমণ, রাজ্যজয় প্রভৃতি উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পর্যটক ভারতে এসেছিলেন এবং তাঁরা অনেকেই তাঁদের ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখে গিয়েছেন যা ইতিহাস রচনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান । এর মধ্যে গ্রিক, রোমান, চৈনিক, তিব্বতীয়, আরবি প্রমুখ পর্যটকদের বিবরণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রিক বিবরণ: আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের পূর্ববর্তী গ্রীক লেখকদের মধ্যে দুটি নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি হেরোডোটাস ও অপরটি টেসিযাস । হেরোডোটাসকে ইতিহাসের জনক বলা হয় । তিনি কখনো ভারতে না এলেও তাঁর ইতিহাসমালা থেকে পারসিকগণ কর্তৃক উত্তর-পশ্চিম ভারত আক্রমণ ও অধিকারের কথা জানা যায় । টেসিয়াসের ইন্ডিকা নামক গ্রন্থও সমকালীন ভারতের নানা তথ্যে সমৃদ্ধ । নিযারকাস, এরিস্টোবুলাস এবং ওনেসিক্রিটাসের রচনায় আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের বিবরণ পাওয়া যায় । গ্রিক দূত মেগাস্থিনিসের ইন্ডিকা গ্রন্থটি সমকালীন ভারতের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল । পলিবায়াসের সাধারন ইতিহাস থেকে ভারতের বাহ্লিক গ্রিক আক্রমণের কথা জানা যায় । এ ছাড়াও 'পেরিপ্লাস অফ দি এরিথ্রিয়ান সী' এবং টলেমির ভূগোল থেকে তৎকালীন ভারতের ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়।

রোমান বিবরণ: রোমান লেখক কুইন্টাস কার্টিয়াসের রচনায় আলেকজান্ডারের ভারত অভিযানের বিবরণ পাওয়া যায় । প্লিনির প্রাকৃতিক ইতিহাস থেকে সমকালীন সমুদ্রপথ এবং ভারতের সঙ্গে রোম ও গ্রিসের ব্যবসাবাণজ্য সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়।

চৈনিক ও তিব্বতীয় বিবরণ: প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে চীনের ইতিবৃত্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান । চৈনিক পর্যটক ফা-হিয়েনের ফো-কুয়ো-কিং, হিউয়েন সাঙের সি-ইউ-কি প্রাচীন ভারতের মূল্যবান গ্রন্থ । এ ছাড়াও ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তিব্বতীয় ইতিহাসবিদ লামা তারকনাথের ভারতে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি গ্রন্থটি প্রাচীন ভারতের মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদান।

আরবীয় বিবরণ: আরব পর্যটক ভারতে এসেছেন ও তাদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন । তাঁদের লেখা বিবরণী থেকে ভারতে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠার বিবরণ পাওয়া যায় । এ প্রসঙ্গে সুলেমান, আল মাসুদি, আল বিলাদুরি, হাসান নিজামি, আল-বেরুনি প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । আরবীয় পর্যটকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন পন্ডিত আল-বিরুনী । তিনি ১০২৭ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মামুদের সঙ্গে ভারতে আসেন । ১০৩০ সালে প্রকাশিত তাঁর তহকিক-ই-হিন্দ গ্রন্থে তৎকালীন ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুদের ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার কথা বিশদ ভাবে জানা যায় ।

বৈদেশিক বিবরণীর সীমাবদ্ধতা:-দেশীয় সাহিত্যের মত বৈদেশিক সাহিত্যও ত্রুটি মুক্ত ছিল না ।

(১) বিদেশি পর্যটকরা ভারতে খুব বেশিকাল কাটাননি বা তাঁরা ভারতের ভাষা, রীতিনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন না । তাই তাঁদের রচনার ভিত্তি দুর্বল ।

(২) অনেক সময় বিদেশি পর্যটকরা লোকমুখে শোনা কথা বা কিংবদন্তির ওপর ভিত্তি করে তাঁদের বিবরণ রচনা করায় গল্পকাহিনীতে পরিণত হয়েছে ।

(৩)নিরপেক্ষতা ছেড়ে বিদেশি পর্যটকরা অনেক সময় নির্দিষ্ট শাসকের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন ।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায় বিভিন্ন সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের সমন্বয়ে প্রাচীন ভারতের ধারাবাহিক যুক্তিনিষ্ঠ ইতিহাস রচিত হয়েছে । তবে সাহিত্যিক উপাদানগুলি দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন জনের হাতে পড়ে নানা সময়ে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে । তাই সাহিত্যিক উপাদানগুলি ব্যবহারের সময় খুবই সচেতন থাকতে হয় । কোনো সাহিত্যিক উপাদানের তথ্য প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের দ্বারা সমর্থিত হলে তা নিশ্চিত উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা যায় । সাহিত্যিক উপাদানের এই ত্রুটি দূর করার জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের ওপর বেশি নির্ভরশীল হতে অসুবিধা নেই ।

ইতিহাসের উপাদান হিসেবে মুদ্রার গুরুত্ব;-

প্রাচীনকালের ইতিহাস রচনায় প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মুদ্রা । এ সম্পর্কে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, "মুদ্রা রাজাদের নাম ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের শাসনকার্য সম্পর্কে জানতে যথেষ্ট সাহায্য করে"। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান হিসেবে লিপির পরেই মুদ্রা গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী । ঐতিহাসিক তথ্যের সত্যতা যাচাই করার ক্ষেত্রে মুদ্রা বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। কোনো মুদ্রা সমকালীন সাহিত্য বা লিপির তথ্যকে সমর্থন করলে সেই তথ্য আরও বেশি নির্ভরযোগ্য হয়ে। যেমন- সাতবাহনদের মুদ্রার দ্বারা তাদের ইতিহাস লিপি ও পুরাণের কাহিনির সঙ্গে যাচাই করে নেওয়া যায়।

প্রাচীন মুদ্রাগুলি থেকে রাজার নাম, বংশ পরিচয় প্রভৃতি জানা যায় । মুদ্রায় উল্লিখিত সন-তারিখ থেকে রাজাদের সিংহাসনে আরোহণ, বিশেষ কোনো স্মরণীয় ঘটনা, রাজত্বকাল ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়। প্রাচীনকালে রাজার ধর্মই যেহেতু প্রজার ধর্ম ছিল, তাই মুদ্রায় খোদিত দেবদেবীর মূর্তি বা কোনো প্রতীক রাষ্ট্রীয় ধর্মবিশ্বাসের তথ্য প্রদান করে থাকে। এছাড়াও মুদ্রায় ধাতুর ব্যবহার থেকে সে-যুগের অর্থনৈতিক অবস্থার আভাস পাওয়া যায়। মুদ্রার প্রাপ্তিস্থান থেকে রাজার রাজ্যসীমার পরিচয় পাওয়া যায়।

মুদ্রায় আঁকা ছবি থেকে সেই সময়কার শিল্পের উৎকর্ষের মূল্যায়ন করা যায়। মুদ্রায় ব্যবহৃত ভাষা, লিপি প্রভৃতি থেকে সেই যুগের ভাষাগত নানা তথ্য পাওয়া যায়। আবার মুদ্রার বিভিন্ন বিষয় থেকে রাজার ব্যক্তিগত রুচিশীলতা ও পছন্দ সম্পর্কিত অনেক তথ্য পাওয়া যায়। যেমন সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রায় বীণাবাদনরত মূর্তি থেকে সংগীতের প্রতি তাঁর আগ্রহের আভাস পাওয়া যায়।

ইতিহাসের অনেক জৈব উপাদান প্রাকৃতিক কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু ধাতব মুদ্রাগুলি প্রাকৃতিক কারণে নষ্ট হয় না বলে প্রাচীনকালের অনেক তথ্য অবিকৃতভাবে মুদ্রা থেকে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। তাই কোনো যুগের তথ্য হিসেবে মুদ্রার ঐতিহাসিক মূল্য অনেক বেশি। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের লক্ষ্মীদেবীর মূর্তি সংবলিত মুদ্রা, সমুদ্রগুপ্তের বীণাবাদনরত মূর্তি সংবলিত মুদ্রা, পাল আমলের নারায়ণী মুদ্রা, চোলদের স্বর্ণমুদ্রা ক্যাশু প্রভৃতির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসীম। এছাড়াও,বিদেশে পাওয়া এ দেশীয় মুদ্রা থেকে সমকালীন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যবিস্তার, সাংস্কৃতিক যোগাযোগ প্রভৃতি সম্পর্কে জানা যায়।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, যেখানে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার উপাদানের স্বল্পতা রয়েছে, সেখানে মুদ্রা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে কাজ করে। আবার অন্যান্য উপাদানের সত্যতা যাচাইয়ের কাজেও মুদ্রা সহায়কের দায়িত্ব পালন করে। শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে মুদ্রা মূল উপাদান হিসাবে কাজ করে। তাই প্রাচীন মুদ্রার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

ইতিহাসের উপাদান হিসেবে লিপির গুরুত্ব:-

ইতিহাস রচনার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলিকে একত্রে ইতিহাসের উপাদান বলে। ইতিহাস রচনার যেমন সাহিত্যিক উপাদান রয়েছে, তেমনি বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহ করেও যথার্থ ইতিহাস রচনা করা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান গুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ণ হল শিলালিপি । ইতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ বলেছেন যে, "ইতিহাসের উপাদান হিসেবে লিপিগুলির গুরুত্ব ও বিশ্বাসযোগ্যতা সর্বাধিক"। এইসব লিপি থেকে ইতিহাসের বহু তথ্য পাওয়া যায়।

১। লিপিগুলি বিভিন্ন ধাতু, পাথর প্রভৃতির ওপর খোদিত হয় বলে এগুলি অন্যান্য উপাদানের মতো প্রাকৃতিক কারণে সহজে নষ্ট হয়ে যায় না। তাই লিপি থেকে তুলনামূলকভাবে সঠিক ও নির্ভরযগ্যতা তথ্য পাওয়া সম্ভব। ইতিহাসের অন্য উপাদানগুলি দীর্ঘকাল ধরে নানা হাতে পড়ে পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু শিলালিপির ক্ষেত্রে সেই ধরনের বিকৃতি ঘটা সম্ভব হয় না। ফলে লিপিগুলিকে প্রাচীন যুগের তুলনামূলক পক্ষপাতহীন উপাদান হিসেবে গণ্য হয়।

২। লেখগুলিতে ব্যবহৃত বর্ণমালার আকৃতি ও বিবর্তন থেকে তার সন-তারিখ অনুমান করা যায়। কোনটি আগের আর কোটি পরের তা বিভিন্ন যুগের লিপির তুলনামূলক বিচারে নির্ণয় করা সম্ভব। লিপিতে ব্যবহৃত পাথর থেকে সে যুগের ভাস্কর্যশিল্পের এবং ধাতু থেকে সে যুগের ধাতুশিল্পের উৎকর্ষ সম্পর্কে জানা যায়।

৩। সাহিত্য বা অন্যান্য উপাদান থেকে পাওয়া ঐতিহাসিক তথ্যগুলি কতটা সঠিক তা সে যুগের শিলালিপির সঙ্গে তুলনামূলক বিচারের মাধ্যমে নির্ধারণ করা যেতে পারে। অর্থাৎ সাহিত্য অপেক্ষা শিলালিপিতে অনেক যথার্থ তথ্য পাওয়া সম্ভব ।

৪। লিপির প্রাপ্তিস্থান থেকে রাজাদের রাজ্যসীমা সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা যায়। যেমন অশোকের লিপিগুলির প্রাপ্তিস্থান থেকে তাঁর রাজ্যসীমা সম্পর্কে অনেকটা স্পষ্ট ধারণা করা । হরিষেণ রচিত 'এলাহাবাদ প্রশস্তি', বীরসেন রচিত 'এরান শিলালিপি', রবিকীর্তি রচিত 'আইহোল প্রশস্তি' কলিঙ্গরাজ খারবেলের হাতিগুম্ফা লিপি' প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট রাজাদের রাজ্যজয় ও অন্যান্য কৃতিত্ব জানতে সাহায্য করে।

৫। ভারতের বাইরে প্রাপ্ত শিলালিপিগুলি থেকে সমকালীন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে জানা যায়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—এশিয়া মাইনরে পাওয়া 'বোঘাজকোই' লিপি যা থেকে আর্যদের ভারতে আগমন, মেসোপটেমিয়া ব্যাবিলনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে জানা যায়। পার্সেপোলিশ, নকস-ই -রুস্তম প্রভৃতি লিপি থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে পারসিক সাম্রাজ্যের বিস্তার সম্পর্কে জানা যায়।

প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান গুলির মধ্যে লিপির শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়ে বলা যেতে পারে, লিপি হল ইতিহাসের জীবন্ত দলিল। ডক্টর ভিনসেন্ট আর্থার স্মিথের মতে- "প্রশ্নাতীতভাবেই লিপি হল ভারত ইতিহাসের সর্বাধিক পর্যাপ্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ উৎস"। কিন্ত অনেক ক্ষেত্রে লেখমালা গুলি ছিল রাজার প্রশস্তি মূলক । তাই শিলালিপি থেকে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের ক্ষেত্রে সচেতন থাকা উচিত।